International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-IX, Issue-III, May 2023, Page No.31-39
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v9.i3.2023.31-39

প্রাচীন ভারতে মহিলাদের সামাজিক অবস্থা

রোমেনা খাতুন
এম এ, বাংলা বিভাগ, কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়, কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:
The main purpose of this essay is to get some idea about the social status of women in early India. Here, the position of women in ancient India has been taken into consideration, especially in the Vedic period, various social positions of women in Hinduism such as education, married life, independence, religious freedom have been tried to shed some light. In ancient India, women were treated with respect and dignity. In some cases, women were also considered as inferior, there was a two-way effect. In ancient times, women were far behind in education, but there are also some highly educated women like Ghosa and Apala. And during this period, there were women sages, and they were held in high esteem. In royal families, women were educated. They were respected and even participated in warfare and women played an important role in administrative functions. At that time, efforts were made to make women aware of all issues. Women were also seen to play an important role in politics. Women were also skilled in various industries such as pottery, clay furniture making. In the Vedic period, women enjoyed freedom in practicing religion. Women also had the right to choose a husband as a life partner.

Keywords: In ancient times, the Vedic period sheds light on the social status of women in India such as education, economic, political, marriage, freedom, religious ceremonies etc.

ভূমিকা: মানব সভ্যতার গতিশীলতাকে শক্তিশালী করতে নারীরা মুখ্য ভূমিকা পালন করে। আল্টেকার[1] এর মতে, "একটি সভ্যতার চেতনা বোঝার এবং এর উৎকর্ষকে উপলব্ধি করার এবং এর সীমাবদ্ধতাগুলি উপলব্ধি করার একটি সর্বোত্তম উপায় হল সেখানে নারীদের অবস্থান ও অবস্থানের ইতিহাস অধ্যয়ন করা"। যদিও প্রাচীন ভারতীয় গ্রন্থগুলি এই বিষয়ে মহিলাদের দৃশ্যমানতার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছে, ইতিহাসবিদরা, অতীতের পুনর্গঠন করার সময়, মহিলাদের জন্য কিছু নির্দিষ্ট স্থান তৈরি করেছেন যা শুধুমাত্র নির্দিষ্ট স্থিতিমাপের মধ্যে বিদ্যমান।[2] ভারতীয় ইতিহাসের ক্ষেত্রে, নারীদের গবেষণায় নারীর অবস্থার বিস্তৃত পরিভাষার উপর আলোকপাত করার প্রবণতা রয়েছে, যা ফলস্বরূপ, একটি সীমিত প্রশ্নের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছে। এই প্রশ্নগুলি, সেইসাথে তাদের স্থিতিমাপগুলি বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক, সেইসাথে দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মহিলাদের ভূমিকা এবং অবস্থানগুলি অন্বেষণ করতে চায়। তদুপরি এই

স্থীতিমাপগুলি আমাদের সামাজিক কাঠামোর উপলব্ধিতে একটি বড় ঘাটতি তৈরি করার প্রবণতা দেখায় যা প্রাচীন ভারতে লিঙ্গ ভূমিকা এবং অবস্থানগুলিকে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও অনুশীলনের পার্থক্যের কারণে লিঙ্গের উপর ভারতীয় সমাজের প্রভাব সময় ও স্থানভেদে ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হয়েছে।[3] প্রারম্ভিক সময় থেকে, সামাজিক কাঠামো নারীর ভূমিকা এবং অবস্থানের পরিবর্তনকে উদ্দীপিত করতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে, কিন্তু সময়ের সাথে সাথে দেশের অগ্রগতিতেও বাধা সৃষ্টি করেছে। এই প্রেক্ষাপটে, এই প্রবন্ধে মহিলাদের অবস্থা মূল্যায়ন করার এবং প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতায় লিঙ্গ সম্পর্কের কাঠামোগত অবস্থা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

যুগে যুগে ভারতীয় নারীদের অবস্থা পরিবর্তিত হয়েছে। তাদের অবস্থান বিভিন্নভাবে অনুমান করা হয়েছে এবং সভ্যতার বিভিন্ন পর্যায়ে তার অবস্থান সম্পর্কে বিভিন্নভাবে বিপরীত মতামত বিদ্যমান। একদিকে তাকে কঠোর ভাবে নিন্দা করা এবং দাসের চেয়ে সামান্যই ভাল বলে মনে করা হয়, অস্থাবর সম্পত্তি হিসাবে কেনা ও বিক্রি করা এমন আচরণ করা হয়। অন্যদিকে, জননী এবং বংশধর হিসেবে গণনা করে। উপজাতিদের সাথে যাদের কোনো সম্পর্ক আছে তারা সম্ভবত একজন নারীকে পরিবারের অবিসংবাদিত উপপত্নী হিসেবে দেখবেন, যদি সামাজিক জীবনও না হয়। উভয় ধারণাই, যতদূর জনগণের বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠতা সম্পর্কে উদ্বিগ্ন, বাস্তব অবস্থা থেকে অনেক দূরে থাকতে বাধ্য।

প্রাচীনকালে ভারতীয় নারীদের সাধারণ অবস্থা: ভারতের প্রাচীন সিন্ধু সভ্যতায় দেবী পূজার প্রমাণ পাওয়া যায়। তাই সেই সময়ে মায়ের প্রতি শ্রদ্ধা স্পষ্ট। ঋগ্বেদিক যুগে, এটি বিশ্বাস করা হয় যে স্ত্রীর অবস্থানকে সম্মান করা হয়েছিল এবং বিশেষত ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে মহিলাদের অবস্থান স্বীকৃত ছিল। অল্পবয়সী মেয়েদের শিক্ষা বিবাহের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ যোগ্যতা হিসাবে বিবেচিত হত। বৈদিক সাহিত্যে উল্লেখ করা হয়েছে যে ক্ষত্রিয় সমাজে বধূদের নিজেদের সঙ্গী বেছে নেওয়ার একচেটিয়া অধিকার ছিল, যা 'স্বয়ম্বর' নামে পরিচিত। ঋগ্বেদিক সমাজে যৌতুক অজানা ছিল। তবে বিয়ে বা উপহার হিসেবে বিয়ের ধারণা প্রচলিত ছিল। একবিবাহ ছিল সাধারণ রীতি যদিও বহুবিবাহ ও প্রচলিত ছিল, তবে তা অভিজাতদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। একটি পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা হওয়ায়, নারীরা পুত্র সন্তানের জন্ম দেওয়ার প্রত্যাশিত ছিল কারণ তারা পুত্রের শেষকৃত্য সম্পাদন করে এবং বংশধারা অব্যাহত রাখে।ছেলে শিশুকে সম্পদ হিসাবে বিবেচনা করা হতো। পরিবারের কল্যাণ হিসাবে বিবোচনা হতো ছেলে শিশু।[4] বিবাহহ কিছু শর্তে অনুমোদিত ছিল। নারীরা নৈতিকতার উচ্চ মান বজায় রেখেছিল যদিও স্বামীর কাছ থেকে একই মাত্রার বিশ্বস্ততা প্রত্যাশিত ছিল না। এ যুগে বিবাহ বিচ্ছেদের প্রথা ছিল না। ঋগ্বেদ বলে যে একজন বিধবার অধিকার ছিল তার স্বামীর ভাইকে পুনরায় বিয়ে করার। ঋগ্বেদ অবিবাহিত কন্যাদের পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হওয়ার অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়েছে কিন্তু বিবাহিত কন্যাদের অব্যাহতি দিয়েছে। ধীরে ধীরে, ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলি পুরোহিতদের দ্বারা ক্রমবর্ধমানভাবে পরিচালিত হতে থাকে, যার ফলে পরিবারে মহিলাদের বিশিষ্ট অবস্থান দুর্বল হয়ে পড়ে। পরবর্তীকালে, উপনিষদ যুগে, 'অনুলোমা' বিবাহের প্রথা, অর্থাত্ উচ্চ বর্ণের পুরুষ এবং একজন নিম্নবর্ণের মহিলার মধ্যে, এই সময়ে প্রচলিত ছিল।

সূত্র এবং মহাকাব্যের যুগে, 'গৃহ-সূত্র' বিবাহের জন্য উপযুক্ত ঋতু এবং বর ও কনের যোগ্যতা সম্পর্কিত বিশদ নিয়ম দেয়। কনের বয়স ১৫ বা ১৬ এর বেশি হওয়ার কথা ছিল। বিস্তৃত আচার-অনুষ্ঠান ইঙ্গিত দেয় যে বিবাহ একটি পবিত্র বন্ধন এবং একটি চুক্তি নয়। নারীরা গৃহে সম্মানজনক অবস্থানে ছিল। তাকে গান,

নাচ এবং জীবন উপভোগ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। সতীদাহ পোড়ানোর প্রথা সাধারণত প্রচলিত ছিল না। নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে বিধবা পুনর্বিবাহের অনুমতি ছিল। সামগ্রিকভাবে, ধর্মসূত্রগুলি পরবর্তী স্মৃতিকথাগুলির তুলনায় আরও নম্র মনোভাব গ্রহণ করে। 'অপস্তম্বা' এমন একজন স্বামীর উপর বেশ কিছু দণ্ড আরোপ করে যে অন্যায়ভাবে তার স্ত্রীকে ত্যাগ করে। অন্যদিকে, যে স্ত্রী তার স্বামীকে ছেড়ে চলে যায় তাকে কেবল তপস্যা করতে হয়। কোনো প্রাপ্তবয়স্ক মেয়েকে তার বাবা সঠিক সময়ে বিয়ে না দিলে তিন বছর অপেক্ষা করার পর সে তার স্বামী বেছে নিতে পারে। এই সময়ের সবচেয়ে আনন্দদায়ক বৈশিষ্ট্য হল মহিলা শিক্ষকদের উপস্থিতি, যাদের মধ্যে অনেকেই উচ্চ আধ্যাত্মিক জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। সেই যুগে সমস্ত পিতৃতান্ত্রিক সমাজের মতো, একটি কন্যা সন্তানের জন্ম ছিল অবাঞ্ছিত। পুত্র তার পিতামাতার সাথে থাকতেন, পরিবারের জন্য অর্থ উপার্জন করেছিলেন, পরিবারকে শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন এবং পরিবারের নাম চিরস্থায়ী করেছিলেন। মহাভারত এবং পুরাণের পাশাপাশি, রামায়ণ ভারতে মহাকাব্য সাহিত্য গঠন করে। শুধু সমাজে নয়, পরিবারেও নারীর অবস্থান ক্রমশ অবনতি হচ্ছে। বিয়ে বন্ধ করা, শিক্ষাকে অবহেলা করা এবং বিয়ের বয়স কমানো নারীর মর্যাদা ও মর্যাদার ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছিল।

এই সময়কালে, একজন মহিলাকে একটি পণ্য হিসাবে বিবেচনা করা হত যা বাজি রেখে বিক্রি বা কেনা যায়। কিন্তু রামায়ণ ও মহাভারত থেকেও আমরা সম্পূর্ণ বিপরীত মতামত পাই। সীতাকে ভারতের পাঁচটি আদর্শ ও শ্রদ্ধেয় নারীর একজন হিসেবে বিবেচনা করা হয়, বাকি চারজন হলেন অহল্যা, দ্রৌপতি, তারা এবং মন্দোদরী। প্রাথমিক মহাকাব্যে পুরাণে মহিলাদেরকে সম্পদের সাথে তুলনা করা হয়েছিল।[5] মহাভারতে এমন উল্লেখ রয়েছে যা প্রতিফলিত করে যে নারীরা পুরুষদের ধর্মীয় ও সামাজিক বিষয়ে নির্দেশিত করেছিল। একজন ভালো নারীর কাছ থেকে এটা প্রত্যাশিত ছিল যে তিনি তার স্বামীকে ধর্মীয় সাধনায় সহায়তা করবেন।

নারীদের স্বাধীনতা: প্রাথমিক বৈদিক সভ্যতায় নারীদের সম্মানজনক মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল। "ভারতের দক্ষিণ অংশের জন্য একটি নির্দেশক শব্দ হিসাবে দ্রাবিড় সংস্কৃতির একটি দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে"[6] যেখানে নারীদের সম্মানের পাশাপাশি বাড়ি এবং পরিবারের বিষয়ে ক্ষমতায়ন করা হয়েছিল। প্রাথমিক ভারতীয় সভ্যতার সমস্ত সামাজিক-সাংস্কৃতিক কার্যকলাপে তাদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে। তদুপরি, "বৈদিক সংস্কৃতির উপর ভিত্তি করে আর্য সংস্কৃতি, প্রাথমিক বৈদিক সভ্যতার কেন্দ্রীয় কারণ হিসাবে রয়ে গেছে"।[7] যুদ্ধ - বিগ্রহ, ব্যায়াম, তীরন্দাজ, ঘোড়ায় চড়া, জনসাধারণের ক্রিয়াকলাপ, শিক্ষা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং সামাজিক ক্যানভাসে পুরুষ অংশীদারদের নির্বাচনে মহিলাদের অংশগ্রহণ।[8] ঋগ্বেদিক যুগের পরিস্থিতির প্রকৃতি দেবী এবং সুব্রহ্মণ্যম দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়েছে নারীর মূল্য এবং তাদের প্রতি দেখানো সম্মান শুধুমাত্র পরিবারের উপপত্নীর ধারণার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং, নারীরা মানবসেবায় অবদান রাখার দুর্দান্ত সম্ভাবনা প্রদর্শন করেছিল। বৈদিক যুগে, ঋগবেদ-সংহিতা গ্রন্থগুলি থেকে জানা যায় যে "দেবী দুর্গা" "অদিতি, স্বাধীনতার দেবী" এবং সরস্বফা "সর্বোচ্চ মা, নদীর শ্রেষ্ঠ, দেবীগণের শ্রেষ্ঠ" এদের সম্পূর্ণ ভক্তি সহকারে পূজা করা হত। প্রাথমিক বৈদিক সমাজের প্রতিনিধিত্বকারী ভাস্কর্যগুলিও দেখায় যে এই সমাজে মহিলাদের উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করা হয়েছিল।

বৈদিক যুগে নারীরা সাধারণত সামাজিক সমাবেশে একটি বিশিষ্ট স্থান দখল করত। কিন্তু এই নারীদের পুরুষ সমাজের নির্দিষ্ট কিছু 'সভা'তে প্রবেশ করতে নিষেধ করা হয়েছিল যা রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের পাশাপাশি জুয়া, মদ্যপান এবং এই জাতীয় অন্যান্য উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হত। যাইহোক, পরবর্তী বৈদিক যুগে জনসভা ও বিতর্কে নারীদের অংশগ্রহণ কমে যায়। সুতরাং এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে বৈদিক ভারতে নারীরা নিকৃষ্ট মর্যাদা ভোগ করেনি বরং একটি সম্মানজনক স্থান দখল করেছে। সামাজিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে তাদের যথেষ্ট অধিকার ছিল এবং অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সীমিত অধিকার ছিল। তাদেরকে নিকৃষ্ট বা অধস্তন মনে করা হতো না বরং পুরুষের সমান মনে করা হতো।

নারীদের শিক্ষা: আদিকালে কন্যা শিশুদের সাথে কখনোই দুর্ব্যবহার করা হয়নি যদিও পুরুষ শিশুদেরকে মেয়ে শিশুদের চেয়ে বেশি পছন্দ করা হতো। তবে তারাও ছেলেদের মত শিক্ষা লাভ করে এবং "উপনয়ন" আচারের সাথে "ব্রহ্মচারী" হবার সুযোগ সুবধাও পেত।[৭] নারীরা পুরুষদের মতোই বৈদিক সাহিত্য অধ্যয়ন করেছেন এবং লোপামুদ্রা, ঘোসা এবং সিকাতা-নিভাভারীর মতো বৈদিক স্তোত্রের কিছু লেখিকা ৩০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত সচ্ছল ছিল।তখনকার দিনে পরিবারের অনেক মেয়েকে ন্যায্য পরিমাণে শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল। ছেলেদের পছন্দের অস্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও, আদি বৈদিক ভারতে কন্যাদের সাথে সর্বদা গৃহীত এবং ভাল আচরণ করা হত, যেখানে "বালিকা শিক্ষা উপনয়নের পর্যায় অতিক্রম করে। এবং ব্রহ্মচর্য বৈবাহিক অবস্থার দিকে নিয়ে যায়" ঋগবৈদিক যুগে নারী-পুরুষ সবাইকে বেদ অধ্যয়নের সমান শিক্ষার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল এবং প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে মহিলাদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। ঋগবেদ - সংহিতায় বেশ কিছু নারী দ্রষ্টা ও নারী ঋষিদের নাম উল্লেখ আছে, যাদের মধ্যে সুলভা মৈত্রেয়ী, গার্গী বাচকনাভি, লোপামুদ্রা, ঘোসা, বিশ্বাভারা, ভাদাভা প্রাচিতেয়ী এবং সিকাতা নিভাভারী ঋষিদের (বিখ্যাত নারী লেখক) হিসেবে প্রতিনিধিত্ব করেছেন। প্রারম্ভিক বৈদিক গ্রন্থগুলি সেই সময়ের দুই ধরনের মহিলা পণ্ডিতদেরও কথা উল্লেখ করেছে: ব্রহ্মবাদিনী, মহিলা যারা কখনও বিবাহ করেননি এবং যারা সারা জীবন বেদ অধ্যয়ন করেছেন; এবং সদ্যোদ্ভাস যারা বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত বেদ অধ্যয়ন করেছিলেন। বৈদিক সমাজে মহিলা শিক্ষকদের উপাধ্যায় (অবিবাহিত মহিলা শিক্ষক) বা উপাধ্যায়ণী (বিবাহিত মহিলা শিক্ষক) হিসাবে। প্রাথমিক বৈদিক যুগ তাই শিক্ষায় নারীদের গৌরবময় ভূমিকা দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছিল।

'বৃহদারণ্যক উপনিষদ'- এ আমরা দেখতে পাই, জনক রাজ্যের রাজা বিদেহর রাজসভায় গার্গী এবং যাজ্ঞবল্ক্যের মধ্যে তর্কবিদ্যার প্রতিদ্বন্দ্বিতা উল্লেখ রয়েছে ,সেখানে এটাও দেখা যায় যে গার্গী যাজ্ঞবল্ক্যকে তর্কে পরাজিত করেছেন। উপনিষদে বেশ কিছু মহিলা শিক্ষিকার নাম পাওয়া যায় যথা- সুলভা, প্রথিতেয়ী, মৈত্রেয়ী, কার্যকাশিনী ইত্যাদি। পাণিনির লেখাতেও ছাত্রীশালা (ছাত্রীদের জন্য বাসস্থান) আচার্যিনী অর্থাৎ মহিলা শিক্ষিকার উল্লেখ দেখা যায়। শুধু দর্শন বা তর্কশাস্ত্রেই নয়, মেয়েরা নানা রকম শিক্ষা অর্জন করতেন সেই সময় যেমন, মেয়েদের সামরিক বিদ্যা শিক্ষার ক্ষেত্রে কোনও বাধা ছিল না। মহাভারতে অর্জুনের নির্বাসন কালে চিত্রাঙ্গদার নাম আমরা পাই একজন দক্ষ যোদ্ধা হিসেবে। পাণিনি বলেছেন যে সকল নারীগণ কঠ উপনিষদে পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন তাদের বলা হত 'কণ্ঠী'। কল্পতে যাঁরা দক্ষতা অর্জন করেছিলেন তাঁদের বলা হত 'কী'। পাতঞ্জলী মহিলা শিক্ষিকাদের 'ঔষমেধা' এবং শিক্ষার্থীনীদের 'ঔধামেধী' বলে উল্লেখ করেছেন। মহিলারা তর্কসভায় বিচারকের আসনও গ্রহণ করতেন। যেমন শঙ্করাচার্যের সঙ্গে মদন মিশ্রের তর্কসভার বিচারক ছিলেন মদন মিশ্রের স্ত্রী উদয়ভারতী। সামরিক শাস্ত্রে দক্ষ মহিলা বল্লভরাজকে বলা হত 'শক্তিনী'। প্রাচীন ভারতে মহিলারা নানা কলায় জ্ঞান লাভ করার সুযোগ পেতেন। কিছু কলা ছিল

যেগুলিতে তাঁরা বিশেষ দক্ষতা দেখাতেন যেমন- রন্ধন, অঙ্কন, নৃত্য, সংগীত, সেলাই, বস্ত্র বয়ন ইত্যাদি। অথর্ব বেদে বলা আছে যে ব্রহ্মচর্য সমাপন না করলে একজন কুমারী বিবাহযোগ্য হিসাবে গণ্য নয়। মেয়েদের বেদ ও বিজ্ঞান চর্চা করে নিজেদের চরিত্র গঠন করে তবেই বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হওয়া উচিত।

জৈন গ্রন্থ অনুসারে, কৌশাম্বীর রাজকন্যা জয়ন্তী আজীবন ব্রহ্মচারী ছিলেন এবং দর্শন চর্চায় নিযুক্ত ছিলেন। গুপ্ত যুগের অমরকোষে আচার্যদের উল্লেখ আছে, যারা বৈদিক মন্ত্র শিক্ষা দিতেন। তামিল ভাষায় একজন মহিলা কবি চোল রাজাদের যুদ্ধ জয়ের উপর ভিত্তি করে একটি সাহিত্য লিখেছিলেন। নারীদের লেখা সংস্কৃত কবিতা ও নাটকের খণ্ডাংশও পাওয়া গেছে।

নারীদের বৈবাহিক অবস্থা: প্রারম্ভিক বৈদিক পারিবারিক বিষয়ে, যে মহিলারা তাদের স্বায়ত্তশাসন এবং স্ত্রী হিসাবে তাদের ভূমিকা উভয়ই উপভোগ করতেন তাদের অর্ধাঙ্গিনী বা উত্তম অর্ধেক এবং সহধর্মিনী বা সমান অংশীদার হিসাবে বিবেচনা করা হত। ঋগ্বৈদিক সমাজে নারীদের উপর জোর করে বিয়ে চাপিয়ে দেওয়া হয়নি। আরজই বলতে 'চিরকুমারী এবং আমাজুহ, যে নিজের বাবা-মায়ের বাড়িতে বৃদ্ধ হয়' বলে উল্লেখ করেছে, বেদ- সংহিতায়। বয়ঃসন্ধি ও তাদের শিক্ষা সমাপ্তির পর মেয়েদের স্বয়ম্বর স্বামী বেছে নেওয়ার মাধ্যমে তাদের জীবনসঙ্গী নির্বাচন করে বিবাহিত জীবন গ্রহণের অনুমতি ছিল। ঋগ্বেদ- সংহিতা প্রাথমিক বৈদিক যুগে বহুবিবাহ এবং বহুপত্নী উভয়ের অস্তিত্ব প্রকাশ করেছে। বেদ-এর কিছু অনুচ্ছেদেও 'স্ত্রী'কে বহুবচনে স্বামীর সাথে সম্পর্ক উল্লেখ করা হয়েছে"। বিধবাদের জন্যও পুনর্বিবাহ সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য ছিল; তবে ঋগ্বেদিক বিবাহ ব্যবস্থায় বিবাহবিচ্ছেদের অনুমতি ছিল না।[10] বালা বলেছেন, "বাল্যবিবাহের ঐতিহ্য বেদে খুঁজে পাওয়া যায় না। ঋগ্বৈদিক ভারতে "নারীদের 'পুরুষার্থের উৎস হিসেবে সম্মানিত করা হয়েছিল, শুধু ধর্ম, অর্থ এবং কাম নয়, এমনকি মোক্ষও।

আর্থসামাজিক অবস্থা নারীদের: আদি বৈদিক যুগের নারীরা কিছুটা অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ভোগ করত। তারা ঋগ্বৈদিক সমাজে আচার্য হিসাবে স্বাস্থ্য ভালো রাখার জন্য চিকিৎসা পেশায় নিযুক্ত ছিল। এই সময়কালে, মহিলারা ঘরে বসে কাপড় কাটা এবং বুননের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করতেন, পাশাপাশি তাদের স্বামীদের কৃষিকাজে সহায়তা করতেন। তবে বেদ নারীদের সীমাবদ্ধতার ওপর জোর দিয়েছে। সম্পত্তির উত্তরাধিকারের অধিকার, যেখানে বিবাহিত কন্যারা তাদের পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে পারে না। যাইহোক, কুমারী নারীরা তাদের ভাইদের জন্য বরাদ্দকৃত অংশের এক-চতুর্থাংশের আকারে পিতৃত্বের অধিকারী ছিল। কৃষিকাজ নিয়ে সমাজ তখনো স্থির হয়নি। তারা প্রধানত খাদ্য সংগ্রহকারী ছিল। ঋগ-বৈদিক যুগে সমাজ প্রধানত যাজকীয় ছিল এবং এটি কোনো অংশকে সম্পূর্ণরূপে অধীনস্থ বা উৎপাদন প্রক্রিয়া থেকে প্রত্যাহার করার অনুমতি দেওয়ার জন্য উদ্বৃত্ত তৈরি করেনি। নারী-পুরুষ উভয়েই খাদ্য সংগ্রহে নিয়োজিত ছিল এবং বেঁচে থাকার লড়াইয়ে সমানভাবে অংশগ্রহণ করতো।

বিবাহের সময় একজন মহিলার দ্বারা প্রাপ্ত উপহার এবং সম্পত্তি ইত্যাদির উপর মহিলাদের নিয়ন্ত্রণ ছিল কিন্তু পারিবারিক সম্পত্তির সিংহভাগ ছিল পিতৃকর্তার নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনায়। স্ত্রী হিসেবে একজন নারীর স্বামীর সম্পত্তিতে সরাসরি কোনো অংশ ছিল না। যাইহোক, একজন পরিত্যক্ত স্ত্রী তার স্বামীর সম্পদের ১/৩ এর অধিকারী ছিল। একজন বিধবা তপস্বী জীবনযাপন করবে বলে আশা করা হতো এবং তার স্বামীর সম্পত্তিতে তার কোনো অংশ ছিল না। সুতরাং এটাকে সাধারণীকরণ করা যেতে পারে যে সামাজিক অবস্থা নারীদের সম্পত্তির মালিক হওয়ার পক্ষে ছিল না এবং তবুও তারা কন্যা ও স্ত্রী হিসাবে সুরক্ষিত ছিল।

রাজনৈতিক অবস্থা: বিভিন্ন বৈদিক সাহিত্য যেমন রামায়ণ ও মহাভারতে নারীদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের অনেক তথ্য পাওয়া যায়। ঋগ্বেদ-সংহিতার কিছু কিছু মন্ত্র যুদ্ধক্ষেত্রে মহিলাদের পরাক্রম ও অসীম সাহস এবং অসীম দক্ষতার কথা বর্ণনা করা আছে। ঋগবেদে উল্লেখ করা হয়েছে যে মহিলাদের প্রয়োজন অনুসারে সামরিক শিক্ষাও দেওয়া হয়েছিল। এমনকি বিখ্যাত রাজাদের মহিষী গুলোও যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রু দমনে নির্ভয়ে যুদ্ধ করত। ঋগবেবেদের অশ্বিনীসুক্তে বর্ণনা করা আছে রাজা খেলের রানী বিস্পলার বীরত্বগাথা কাহিনী যা প্রাচীন নারী সমাজের এক উজ্জ্বল স্মরণীয় ঘটনা। এতে বর্ণনা করা হয়েছে "একবার যখন বিশপ্লার যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুবাহিনীর সাথে প্রচণ্ড যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন, তখন তার একটি পা পাখির ডানার মতো ছিঁড়ে যায়। ফলস্বরূপ, তার একটি উরু অস্ত্রোপচার করে তার শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করতে হয়েছিল এবং সার্জনরা তার শরীরে লোহার তৈরি একটি কৃত্রিম উরু সংযুক্ত করেছিলেন- যাতে তিনি শত্রুর সম্পদ অর্জন করতে সক্ষম হন"। এই ঘটনাটি প্রমাণ করে যে বৈদিক যুগের মহিলারা সামরিক বাহিনীতেও সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করতেন। মহাভারতে দেখা যায়: অসীম সাহসী বীরানা সুভদ্রা যুদ্ধক্ষেত্রে তার স্বামীর রথ চালান এবং যুদ্ধ করে অসাধারণ কৃতিত্ব অর্জন করেন।

নারীদের ধর্মীয় অধিকার: প্রারম্ভিক বৈদিক যুগে ধর্মীয় বক্তৃতায়, ৫ জন মহিলার নিয়মিত অনুষ্ঠান এবং আচার-অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের বিশেষাধিকার এবং পূর্ণ অধিকার ছিল। ঋগ্বৈদিক সমাজে নারীরা তাদের পতির সাথে যৌথভাবে ত্যাগ স্বীকার করতে সম্মানিত হত। নারীদেরও পবিত্র সাহিত্য পড়ার স্বাধীনতা ছিল, এবং জনসভায় বিতর্ককারী হিসাবে অংশ নেওয়ার অধিকার ছিল।

রামায়ণ ও মহাভারতের মত বৈদিক সাহিত্যে বিবরণ পাওয়া যায় পুরুষের মত নারীরাও ব্রহ্মচর্য পালন করত। অনেক ব্রহ্মচারিণীর নাম উল্লিখিত রয়েছে বৈদিক সাহিত্যে। সেই যুগের নারীরা পুরুষের মতোই মন্ত্ররচনা, মন্ত্রপাঠ, যাগযজ্ঞ , ধর্মীয় সংস্কার সহ নানা বিষয়ে অনেক সয়ংসম্পূর্ন বা স্বাধীন ছিল। যজ্ঞক্ষেত্রে যজমানের পাশে থাকার বিষয়ে স্বাধীন ছিল। নারীরা সেই যুগে পুরুষের মতো ধর্মচর্চায় সমান স্বাধীনতা ভোগ করে এবং তাদেরই পাশে বসে একের পর এক মন্ত্র উচ্চারণ করতেন। তাই আমরা লক্ষ করি বৈদিকযুগে নারীরা গৃহকর্মের পাশাপাশি অপার্থিব বিষয় তথা ধর্মীয় কাজেও অংশগ্রহণ করতেন ঋগবেদের অনেক মন্ত্রে স্বামী ও স্ত্রীর একত্রে যজ্ঞ সম্পাদনের বিবরণ পাওয়া যায়।

প্রাচীন ভারতে বৈদিক যুগে নারীরা ধর্মীয় শিক্ষায় যথেষ্ট স্বাধীনতা ভোগ করত। তারা যজ্ঞে অংশগ্রহণ করতে পারত এবং বৈদিক জ্ঞানও অর্জন করতে পারত। মুনি ঋষিদের কন্যারা আবাসিক ছাত্রদের সাথে ধর্মীয় বিষয়ে সমান জ্ঞান অর্জন করতে পারত। ২০০ খ্রিস্টাব্দের আগে, মেয়েদের উপনয়নের ক্ষেত্রেও সাধারণ বিষয় ছিল। বানভট্ট - এর লেখা 'কাদম্বরী'- তে মহাশ্বেতার চরিত্র সম্পর্কে এর উদাহরণ হিসাবে বলা যেতে পারে। শুধু নারীদের পৈতে পরার অধিকার ছিল না। গুরুভাইয়ের সঙ্গে বেদ-বেদাঙ্গ পড়ার সমান সুযোগ ছিল নারীদের। মাধবাচার্যের লেখা থেকে জানা যায়, মেয়েরা আট বছর বয়সে ছেলেদের মতো উপনয়ন করত। ধর্মীয় বিষয়ে জ্ঞানী নারীদের বিভিন্ন নামে ডাকা হতো, যেমন 'ঋষিকা' (অর্থাৎ যিনি ঋষিদের মতো হওয়ার অধিকারী) 'ঋত্বিকা' (যিনি ত্যাগের অধিকারী), 'ব্রহ্মবাদিনী' (যে ব্যক্তি ঋষিত্ব লাভ করেছেন) 'মন্ত্রনিদা' বা 'মন্ত্রদ্রিক' (যে ব্যক্তি মন্ত্র বা বৈদিক জ্ঞান অর্জন করেছে) 'পণ্ডিত' ইত্যাদি। 'উত্তর রামচরিত' বাল্মীকির আশ্রমে রামের পুত্র লব-কুশের সাথে আত্রেয়ীর বেদান্ত পাঠের উল্লেখ আছে।

বেশ্যা এবং প্রাচীন নারী: যৌনতার সময় নারীর অগ্রাধিকার এবং সন্তুষ্টির প্রতি বিশেষ মনোযোগ বাৎস্যায়নের কামসূত্রে লক্ষণীয়ভাবে পরিলক্ষিত হয়েছে, যা ঋগ্বেদের যৌন কামুকতা এবং জীবনে মানসিক পরিপূর্ণতাকে তুলে ধরে। তদুপরি, জয়দেবের রতিমঞ্জরী (কামসূত্রের উপর ভিত্তি করে) ঋগবৈদিক যুগে কামের একটি গভীর চিত্রের উপর আলোকপাত করেছে। রতিমাফজারীতে যেমন লেখা আছে, স্ত্রী, বান্ধবী বা পতিতা হিসাবে বর্ণনা করা ছাড়া; নারীরা, উল্লেখযোগ্যভাবে, পুরুষদের আনন্দ দেওয়ার জন্য এবং যৌনতার ক্ষেত্রে একই সময়ে তার দ্বারা সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট হওয়ার জন্য অংশীদার হিসাবে বিবেচিত হত। ঋগ্বৈদিক সভ্যতায়, পতিতাদের, তাদের অনুশীলনের সাথে, কখনই অসম্মানজনক বা লজ্জাজনক বলে বিবেচিত হত না, বরং নারী যৌনকর্মীদের সামাজিক বিধিনিষেধ ছাড়াই উৎকৃষ্ট নারী হিসাবে চিত্রিত করা হয়েছিল।[11] অর্থশাস্ত্রে, ঋগবৈদিক যুগে পতিতাদের আইনগত অবস্থানের উপর জোর দেওয়ার সময়, কৌটিল্য বেশ কয়েকটি বিশেষ শ্রেণীর বেশ্যার কথা উল্লেখ করেছেন: গণিকা, রূপজীব, ভেস্য, প্রতিগানিকা, দাসী, দেবদাসী এবং রূপদাসী।এরা পতিতা হিসেবেও সুন্দরী ও প্রতিভাবান ছিলেন এবং এই সামাজিক পটভূমির মধ্যে সমৃদ্ধ ছিলেন। তদুপরি, প্রাথমিক বৈদিক সমাজে তন্ত্র যৌনতার (ঐশ্বরিক পতিতাবৃত্তি) মাধ্যমে যৌনতার একটি বিস্তৃত উপলব্ধি প্রকাশিত হয়েছে। এইভাবে ঋগ্বৈদিক সভ্যতা নারীর যৌনতার আদর্শিক অবস্থার চিত্র তৈরি করার চেষ্টা করেছিল।

গণিকাদের কবিতা এবং সঙ্গীতের পাশাপাশি যৌন আনন্দের দক্ষতার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল এবং তারা সমাজের সম্মানিত সদস্য ছিল। একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ হল একজন সম্ভ্রান্ত হৃদয়ের গণিকা বসন্তেসেনা, "দ্য লিটল ক্লে কার্ট" এর নায়িকা, সংস্কৃতের একটি জনপ্রিয় নাটক যা সুদ্রক (আনুমানিক ৪০০ খ্রিস্টাব্দ)। শাস্ত্রীয় ভারতীয় সাহিত্যের অন্য প্রধান নাটকীয় মহিলা নায়িকা হলেন শকুন্তলা, একজন নম্র যুবতী যিনি কালিদাসের "শকুন্তলা এবং স্মরণের আংটি"-এ তার দূরবর্তী প্রেমিকের জন্য আকুল হয়েছিলেন।

প্রাচীন ভারতের কিছু রাজ্যের ঐতিহ্য ছিল নগরবধু (শহরের বধূ)। মহিলারা নগরবধুর কাঙ্ক্ষিত শিরোনাম জয়ের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল। আম্রপালি একটি নগরবধুর সবচেয়ে বিখ্যাত উদাহরণ।

উপসংহার: উপসংহারে আমরা বলতে পারি প্রাচীনকালে বিশেষ করে বৈদিক যুগে ভারতে, মহিলাদের মর্যাদা, সামাজিক স্বীকৃতি এবং তাৎপর্যপূর্ণ স্থান দেওয়া হয়েছিল। তবে তখনকার নারীদের উপর বিভিন্ন চাল- চলনের ওপর সীমাবদ্ধতা আরোপ করা হয়েছিল। সেই সময়ের নারীরা পরিবারের উন্নতি এবং সম্প্রদায়ের মঙ্গল উন্নতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। কিছু কিছু গোত্রে ওই সময়ে নারীদের শিক্ষার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। নারীরা শিক্ষকতা পেশায় নিযুক্ত ছিল এমনকি প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক বিভিন্ন কার্য সম্পাদনে তাদের দক্ষতা ও ক্ষমতার বিকাশ ঘটিয়েছিল। একটা সময় কন্যাশিশুর সংখ্যা হ্রাসের একটি প্রধান কারণ ছিল কন্যাশিশু হত্যা। বৈদিক যুগে অনেক সমাজে এই অনুশীলনগুলিকে অপরাধমূলক অনুশীলন হিসাবে গণ্য করা হয়েছিল। এবং এই ব্যবস্থা কিছুটা বন্ধও হয়েছিল বৈদিক যুগে। মহিলারা অনেকগুলি সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে আদিকালে যা তাদের উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলেছে। এর মধ্যে রয়েছে, অশিক্ষা, জোরপূর্বক বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ ও সতীদাহ প্রথা। তাদের নিজের থেকে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়ার অনুমতি ছিল না এবং তারা পরিবারের পুরুষ সদস্যদের উপর নির্ভরশীল ছিল। প্রাচীন ভারতে মহিলাদের অবস্থা ইতিবাচক পাশাপাশি নেতিবাচক প্রভাবও অনুভব করেছিল। তাদের সুযোগের পাশাপাশি বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়েছিল। নারীর মর্যাদা এবং তাদের অর্থনৈতিক অবস্থানের মধ্যে একটি সংযোগ

ছিল। এটি পরিবর্তে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে কার্যকর অবদান প্রদানের অধিকার এবং সুযোগের উপর নির্ভরশীল। ভারতের জনসংখ্যার অধিকাংশই কৃষি খাতে নিযুক্ত ছিল। এছাড়াও, পুরুষ এবং মহিলারা কর্মে নিযুক্ত ছিল, যেমন তাঁত, কারুশিল্প, মৃৎশিল্প তৈরি ইত্যাদি। তাই, নারীদের সাধারণত অল্প বয়সে বিয়ে করা হতো, তারা শিক্ষা অর্জন থেকে বঞ্চিত হতো, তারা গৃহস্থালীর দায়িত্ব বাস্তবায়নের জন্য এবং পরিবারের সদস্যদের চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তার যত্ন নিতে হতো। নারী সাধারণত বাড়ির মধ্যেই থাকত, কারণ তারা প্রাথমিকভাবে পরিবারের পরিচালনার জন্য নিজেদের উৎসর্গ করত। এগুলি ছাড়াও, তারা পারিবারিক আয়ের পরিপূরক করার জন্য উৎপাদন এবং উৎপাদন প্রক্রিয়াগুলিতে নিযুক্ত ছিল। বৈদিক যুগে নারীরা ধর্মীও বিধি বিধান পালন করতে পারতো পুরুষের মতই।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার: আমি, আমার এই প্রবন্ধ লেখার বিষয়ে উৎসাহ পেয়েছি আমার প্রিয় বন্ধু, সাদ্দাম হোসেন-এর কাছে। তাকে আমি অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে চাই। তিনি এই প্রবন্ধ লেখার ক্ষেত্রে সর্বৎভাবে আমাকে সহযোগিতা করেছেন। প্রবন্ধের ধারণা, প্রবন্ধ তৈরী এবং তথ্য সংগ্রহ বিষয়ে বিভিন্ন বহু মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে প্রবন্ধটি সমৃদ্ধ করার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করেছেন। এজন্য আমি তার কাছে আন্তরিক ভাবে কৃতজ্ঞ।

তথ্যসূত্র:

1. Altekar, AS, The position of women in Hindu civilization: From prehistoric times to the present day Benares Hindu University Press, India. 1938. P.1
2. Chakravarti, U & Roy, K, 'In search of our past: A review of the limitations and possibilities of the historiography of women in early India', Economic & Political Weekly.1988.vol. 23, p.18
3. Chakravarti, U &Roy, 'Beyond the Altekarian Paradigm: Towards a new understanding of gender relations in early Indian history', Social Scientist. 1988. vol. 16, no. 8, p. 44-52.
4. Mohapatra, H. (2015). Status of Women in Indian Society. Journal of Research in.Humanities and Social Science, 3(6), 33-36. Retrieved January 04, 2019 from.http://www.questjournals.org/jrhss/papers/vol3-issue6/F363336.pdf.
5. Rout, N. (2016). Role of Women in Ancient India. Odisha Review. Retrieved January 05, 2019 from http://magazines.odisha.gov.in/Orissareview/2016/Jan/engpdf/43-48.pdf
6. Marr, JR. 'The early Dravidians' in A Cultural History of India ed. AL Basham, Oxford University Press, London,1975. p. 330-37
7. Burrow T, 'The early Aryans' in A Cultural History of India ed. AL Basham, Oxford University Press, London,1975.p. 20-29
8. Vedavyasa 1500 BCE-1000 BCE, Ṛg-Vedá-Saṃhitā, The Sacred Hymns of the Brāhmaṇas vol. 1, trans. FM Müller 1869, Trübner and Company, London.
9. Tharakan, SM & Tharakan, M, 'Status of women in India: A historical perspective', Social Scientist.1975vol. 4, no. 4/5, p. 117
10. Bala, I, 'Status of women in Vedic literature', The International Journal of Humanities & Social Studies.2014.vol. 2, p. 123-127
11. Nandal, V & Rajnish, M, 'Status of women through ages in India', International Research Journal of Social Sciences. 2014. vol. 3, no. 1, p.21-26.